করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

মো. জুলকারনাইন, মোরশেদা আকতার, তাসলিমা আকতার, মনজুর ই খোদা

১৫ জুন ২০২০

*সর্বশেষ পরিমার্জিত: ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০

প্রেক্ষাপট

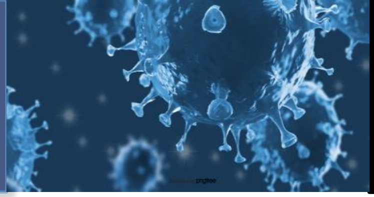

- করোনা ভাইরাস ডিজিজ, ২০১৯ (কোভিড-১৯) একটি সংক্রামক রোগ - নতুন প্রজাতির একটি করোনা ভাইরাস (nCoV-2019) মানুষকে আক্রান্ত করছে, এবং যার কোনো প্রতিষেধক বা চিকিৎসা এখনো আবিষ্কার হয়নি
- **৩১ ডিসেম্বর ২০১৯** প্রথম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে চীন সরকার উহান প্রদেশে অজানা কারণে নিউমোনিয়ার প্রাদুর্ভাবের তথ্য জানায়
- **৭ জানুয়ারি ২০২০** চীন এই অজানা নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী হিসেবে একটি নতুন প্রজাতির করোনা ভাইরাসকে চিহ্নিত করে
- **৩০ জানুয়ারি ২০২০** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাস সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করে, এবং **১১ মার্চ ২০২০** একে মহামারি বা অতিমারি (pandemic) হিসেবে ঘোষণা করে
- বাংলাদেশে **২১ জানুয়ারি** হতে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়, **৮ মার্চ** সর্বপ্রথম ৩ জন করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়, এবং **১৮ মার্চ** সর্বপ্রথম ১ জন মৃত্যুবরণ করে

প্রেক্ষাপট ...

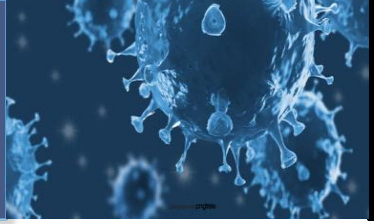

বিশ্বের ১৮৮টি দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে

১৪ জুন ২০২০	আক্রান্তের সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা
বিশ্ব	৭৭,৬৪,৯৭৭	৪,২৯,৬৬৬
বাংলাদেশ	৮৭,৫২০	১১৭১

মোট আক্রান্তের সংখ্যার হিসাবে বাংলাদেশ **১৮তম** অবস্থানে রয়েছে

নতুন আক্রান্তের সংখ্যার হিসাবে বাংলাদেশ **১১তম** অবস্থানে রয়েছে

প্রেক্ষাপট ...

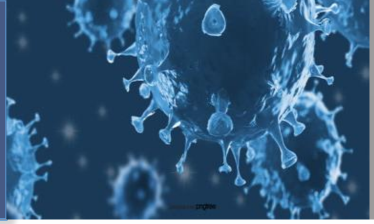

- বিশ্ব ব্যাংকের আশংকা অনুযায়ী, করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫ কোটি মানুষ অতি দারিদ্র্যের কবলে পড়বে
- এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আশংকা করছে, করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশ জিডিপির প্রায় ১.১% হারাবে, এবং প্রায় ১ কোটি লোক বেকার হবে
- বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) মতে, করোনার প্রভাবে আয় কমে যাওয়ায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে; সার্বিকভাবে দারিদ্র্যের হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে
- ১০ জুন প্রকাশিত ব্র্যাকের একটি জরিপ অনুযায়ী, সাধারণ ছুটি ঘোষণার কারণে ৯৫% মানুষ উপার্জনের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন

যৌক্তিকতা

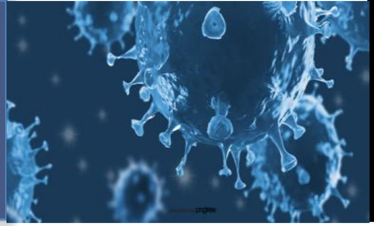

- ইতিপূর্বে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ও জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে
- করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অনুধাবন করে সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে
- গণমাধ্যমে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের প্রস্তুতির ঘাটতি, পরিকল্পনার ঘাটতি, দক্ষতা ও সামর্থ্যের ঘাটতি এবং অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে
- বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম অধিক কার্যকরতার সাথে বাস্তবায়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে টিআইবি বর্তমান গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত করছে

গবেষণার উদ্দেশ্য

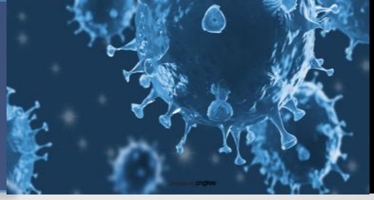

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রাক-সংক্রমণ প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে ও সংক্রমণকালে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা

গবেষণা পদ্ধতি

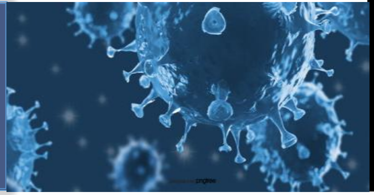

❑ মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর (গুণবাচক ও পরিমাণবাচক) গবেষণা

❖ প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস:

- ➢ অনলাইন চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ (নিঃ সম্ভাবনা বা সুবিধাজনক নমুনায়ন)
  - ❖ সারা দেশের সকল বিভাগে ৩৮টি জেলা হতে ৪৭টি হাসপাতাল (৯ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৩৩টি জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল, ৫টি অন্যান্য হাসপাতাল) হতে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য
  - ❖ ৪৩টি জেলা হতে স্থানীয় নাগরিক (সাংবাদিক, শিক্ষক, পেশাজীবী) হতে ত্রাণ বিতরণের তথ্য
- ➢ চিকিৎসক ও সাংবাদিকের সাথে টেলিফোন সাক্ষাৎকার

❖ পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস:

- ➢ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন ও বিধি, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা
- ➢ জাতীয় পর্যায়ের ৬টি গণমাধ্যম (প্রিন্ট) হতে নির্দিষ্ট ছকে ত্রাণ বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ

❖ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়: ১৫ এপ্রিল - ১৪ জুন ২০২০

গবেষণার আওতা

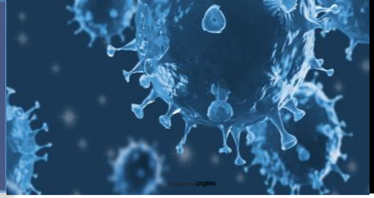

১. করোনা প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন

২. করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ (পরীক্ষাগার সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও পরীক্ষা কার্যক্রম)

৩. করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা (হাসপাতালের সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও সেবা)

৪. সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (হাসপাতাল পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তা)

৫. কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধ
(স্ক্রিনিং, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন)

৬. করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি

৭. ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি

বিশ্লেষণ কাঠামো

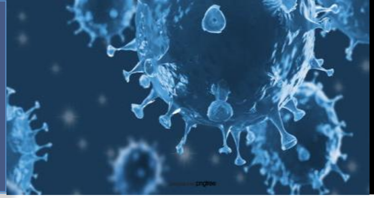

সুশাসনের সূচক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়
আইনের শাসন	প্রাসঙ্গিক আইন ও তার অনুসরণ
দ্রুত সাড়াদান	পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, পরীক্ষাগার প্রস্তুতি, যোগাযোগে সাড়াদান, চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি, চাহিদা নিরূপণ ও ক্রয় পরিকল্পনা, ত্রাণের উদ্যোগ
সক্ষমতা ও কার্যকরতা	বিভিন্ন কমিটির ভূমিকা, করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা, স্বাস্থ্যকর্মীর দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী, প্রণোদনা প্যাকেজ
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ - চাহিদা নিরূপণ
জবাবদিহিতা	করোনা প্রতিরোধে প্রস্তুতি, সংক্রমণরোধে পদক্ষেপ, বেসরকারি চিকিৎসা খাতের ভূমিকা, পোশাক শিল্পখাতের ভূমিকা
স্বচ্ছতা	তথ্যের উন্মুক্ততা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা
অনিয়ম ও দুর্নীতি	স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়, চিকিৎসা ব্যবস্থা, উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন, ত্রাণ বিতরণ

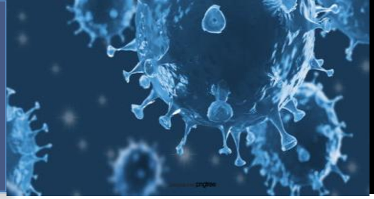

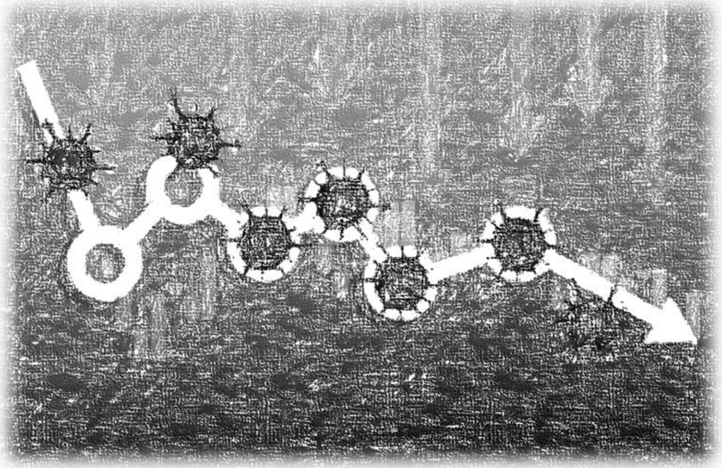

গবেষণার ফলাফল

ইতিবাচক পদক্ষেপ

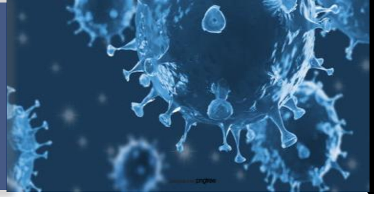

- ❖ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান (মুজিব বর্ষের নির্ধারিত অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস ও নববর্ষ উদযাপন) স্থগিত
- ❖ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট ভাষায় একাধিকবার দুর্নীতির ক্ষেত্রে ছাড় না দেওয়ার প্রত্যয়; প্রকাশিত অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ
- ❖ বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনার ঘোষণা - সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় ১ লাখ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা; স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা ও স্বাস্থ্য বীমা ঘোষণা; অতি দরিদ্র ৫০ লাখ পরিবারের জন্য নগদ সহায়তা প্রদান
- ❖ পূর্বের চেয়ে ২ লক্ষ মে. টন বেশি পরিমাণ বোরো ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
- ❖ করোনা সংকটকালীন দ্রব্যমূল্য অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল রাখা
- ❖ জনবল সংকট মোকাবিলায় চিকিৎসক, নার্স ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের উদ্যোগ

১. আইনের শাসন

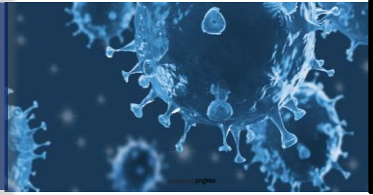

প্রাসঙ্গিক আইন অনুসরণে ঘাটতি

- করোনা মোকাবিলায় ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২’ এবং ‘সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮’ - এর কোনোটাই যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় নি
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) অনুসরণ না করায় আইন অনুযায়ী বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ ব্যবহার করা যায় নি; শুধু জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কয়েকটি কমিটিকে কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ প্রদান
- ২৩ মার্চ কোভিড-১৯ কে সংক্রামক রোগ হিসেবে আইনে অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি; ততদিনে বাংলাদেশে কমিনিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ‘সংক্রামক রোগ আইন ২০১৮’ অনুসারে সারাদেশকে ‘সংক্রমিত এলাকা’ বা ‘দুর্গত এলাকা’ হিসেবে ঘোষণা না করে ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে ঘোষণা করে - যা মাঠ পর্যায়ে আইনের প্রয়োগ ও লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিকে দুর্বল করে

২. দ্রুত সাড়াদান

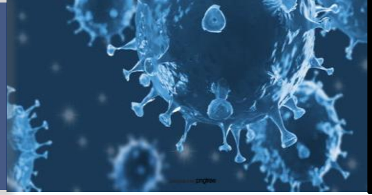

সংক্রমণ বিস্তার রোধে বিদেশ হতে আগমন নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি

- ❖ করোনা ভাইরাসকে অতিমারী হিসেবে ঘোষণা করার পরে বাংলাদেশে প্রবেশ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব - ফলে ২১ জানুয়ারি থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৬ লাখ ২৪ হাজার ৭৪৩ জন যাত্রীর আগমন ঘটে
- ❖ অতিমারী হিসেবে ঘোষণার প্রায় দুইমাস পর সকল দেশের ফ্লাইট বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় - ১৫ মার্চ ইউরোপ ও পরে ২১ মার্চ থেকে অস্বাভাবিকভাবে আক্রান্ত দেশ থেকে যাত্রীবাহী বিমান চলাচল বন্ধ হলেও যুক্তরাজ্য, চীন, থাইল্যান্ড ও হংকং থেকে ফ্লাইট অব্যাহত ছিল; ২৮ মার্চ হতে চীন ছাড়া সব আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণা
- ❖ ২১ জানুয়ারি থেকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চীন থেকে আসা নাগরিকদের স্ক্রিনিং শুরু হয়; ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে সব যাত্রীকে স্ক্রিনিংয়ের আওতায় আনা হয়
- ❖ দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরে হ্যান্ড-হেল্ড স্ক্যানার দিয়ে যাত্রীদের স্ক্রিনিং - এর মাধ্যমে শুধু শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা যায়, ফলে কার্যকরভাবে করোনা ভাইরাস আক্রান্তকে পৃথক করা সম্ভব হয় নি

২. দ্রুত সাড়াদান ...

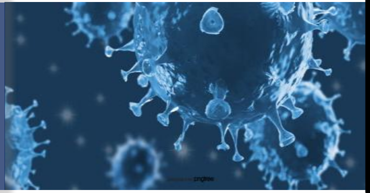

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কমিটি গঠনে বিলম্ব

- ❖ সংক্রমণ শুরু হওয়ার দেড়মাস পরে (১৮ এপ্রিল) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন
- ❖ ফেব্রুয়ারির শুরুতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সতর্ক করা হলেও 'বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর জন্য জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়া দান পরিকল্পনা' প্রণয়নে প্রায় দেড় মাস বিলম্ব (১৬ মার্চ) করার কারণে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি

অভ্যন্তরীণ চলাচল ও জন-সমাগম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা

- ❖ সংক্রমণ বিস্তার রোধে ১৭ মার্চ হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি ঘোষণা, এবং ২৬ মার্চ হতে সারাদেশে ছুটি ঘোষণা করা হলেও এর সাথে গণ পরিবহণ বন্ধ করা হয় নি; ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষের ঢাকা ত্যাগ ও ঢাকার বাইরে সংক্রমণ বিস্তার
- ❖ রাজনৈতিক, সামাজিক গণ জমায়েত নিষিদ্ধ করা হলেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যাপক জনসমাগম (খালেদা জিয়ার জামিন, মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আতশবাজি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ধর্মীয় নেতার জানাজা)
- ❖ ঢাকা-১০ সহ তিনটি সংসদ উপ-নির্বাচন সম্পন্ন করা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বহীন আচরণ
- ❖ উপাসনালয়ে জমায়েত না করার নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব (৬ এপ্রিল)

২. দ্রুত সাড়াদান ...

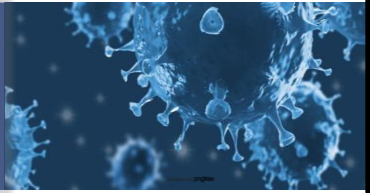

পরীক্ষাগার প্রস্তুতিতে ঘাটতি

ভাইরাসের সংক্রমণরোধে সকল সন্দেহভাজনের পরীক্ষার বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গুরুত্ব প্রদান সত্ত্বেও -

- ❖ ২১ জানুয়ারি হতে ২৫ মার্চ পর্যন্ত দুইমাসে সারা দেশে পরীক্ষার ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও (সরকারি হটলাইনে প্রায় ৫ লক্ষাধিক মানুষের যোগাযোগ) পরীক্ষা করা হয় মাত্র ৭৯৪টি
- ❖ ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে মাত্র একটি পরীক্ষাগারে পরীক্ষা; ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে কিছু সরকারি ও বেসরকারি পরীক্ষাগারের সক্ষমতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি
- ❖ কমিউনিটি ট্রান্সমিশন শুরু হওয়ার পর, ২৫ মার্চ ঢাকার বাইরে ল্যাব (পরীক্ষা) সুবিধা সম্প্রসারণ

২. দ্রুত সাড়াদান ...

চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতির ঘাটতি

- করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল প্রস্তুতির দাবি করলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর ৪৪ শতাংশের প্রস্তুতি সংক্রমণের তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে শুরু হয়
- ১০ জানুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জাতীয় পর্যায়ের সক্ষমতা পর্যালোচনা করে ঘাটতি ও ঝুঁকি চিহ্নিত করে পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বললেও ২১ শতাংশ হাসপাতালের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ঘাটতি বা চাহিদা যাচাই করা হয় নি

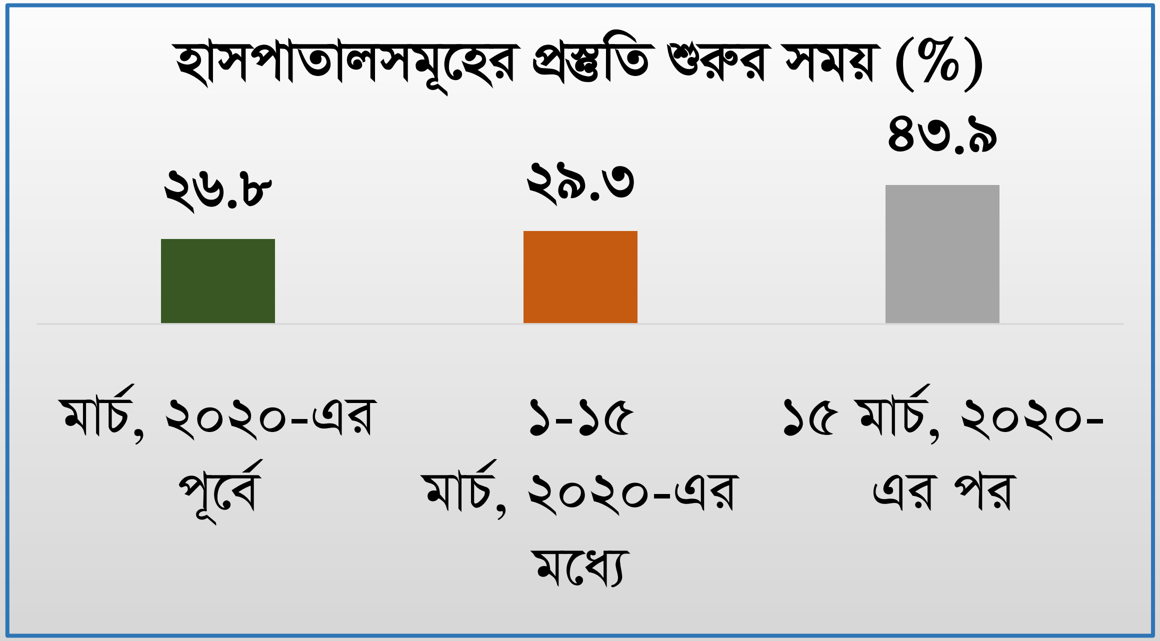

উৎস: মাঠ জরিপ

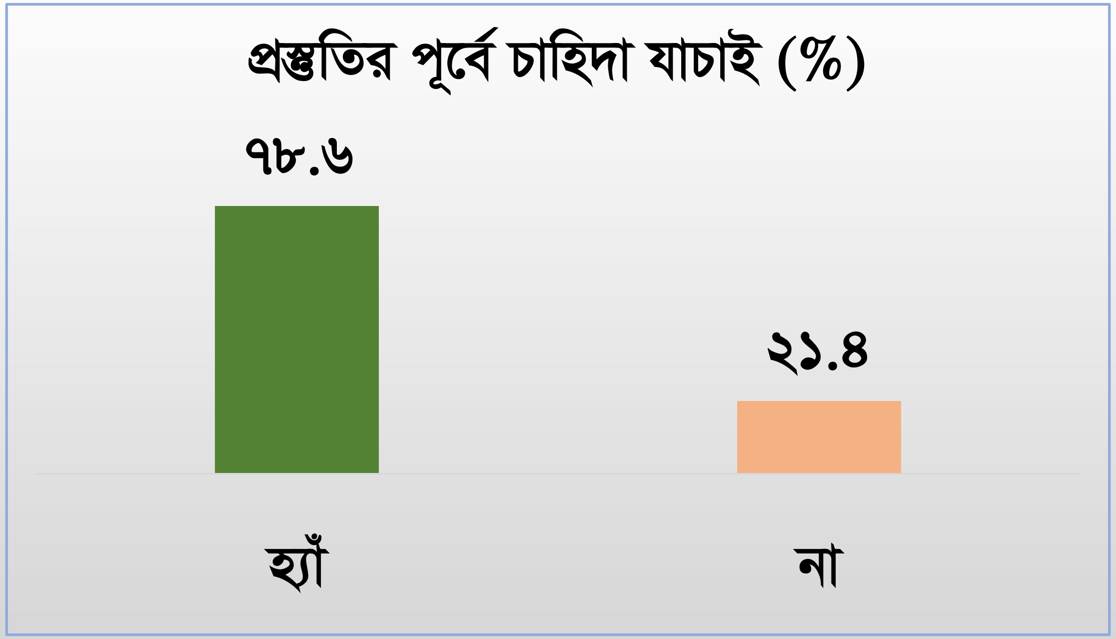

উৎস: মাঠ জরিপ

চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণে ঘাটতি

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর ২২ শতাংশে সকল স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ পেয়েছে
- বাকি হাসপাতালগুলোতে অংশিকভাবে স্বল্প সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

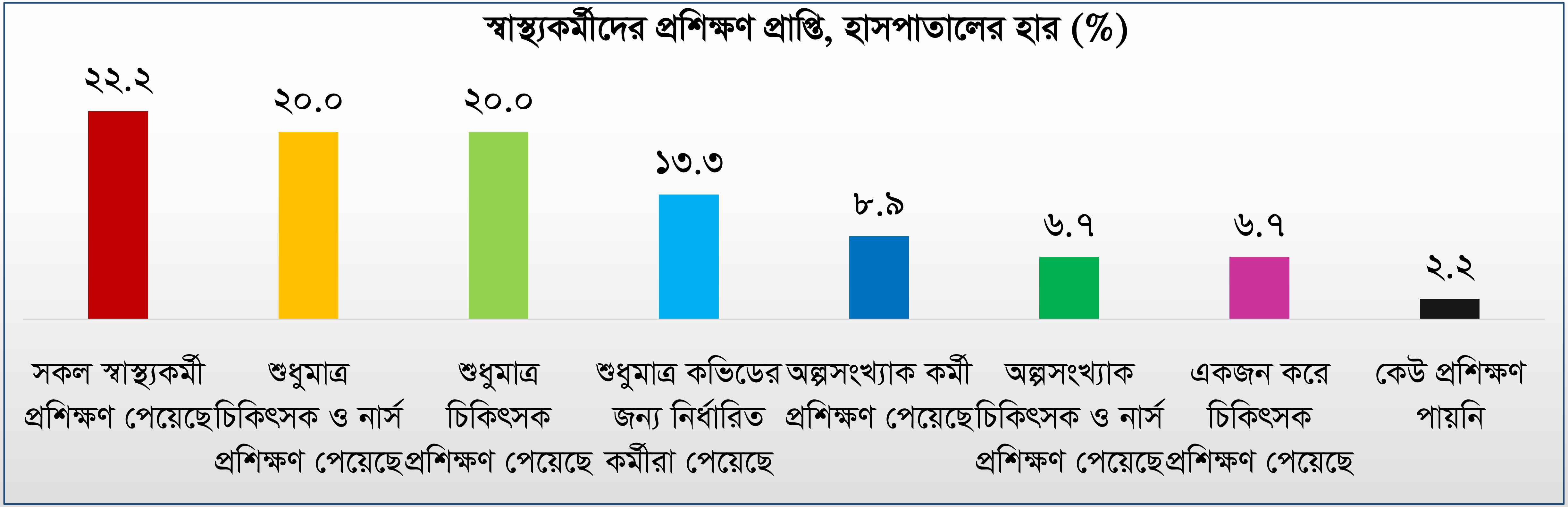

উৎস: মাঠ জরিপ

বিবিজিএনএস ও এসএনএসআর নামক নার্সদের দুটি সংগঠনের একটি জরিপ অনুসারে, দেশের ৮৬ শতাংশ নার্সেরই সংক্রমণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক (আইপিসি) প্রশিক্ষণ নেই

২. দ্রুত সাড়াদান ...

সরকার ঘোষিত প্রণোদনার সীমাবদ্ধতা

- ১৯টি প্যাকেজে মোট ১ লাখ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা (জিডিপির ৩.৩%) হলেও এসব প্রণোদনা মূলত ব্যবসায়ী-বান্ধব, সুদ কমিয়ে ঋণ সহায়তা বাড়িয়ে মুদ্রা সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ, সকল শ্রেণী-পেশার ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের কাছে এই সহায়তা পৌঁছানোর নিশ্চয়তা নেই
- চাহিদার সংকোচন উত্তরণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই (Fall of aggregate demand)
- মৌলিক চাহিদা পূরণে ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে অর্থ সঞ্চালন, বা পর্যাপ্ত নগদ সহায়তার অনুপস্থিতি
- অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মহীন প্রায় পাঁচ কোটি দিনমজুর ও শ্রমিক, অস্থায়ী কর্মীর জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই - মাত্র ১০ শতাংশ বোরো ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা
- কৃষি প্রণোদনার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও বর্গা চাষীদের জন্য প্রণোদনার সুযোগ নেই - কৃষি ঋণ মওকুফের ঘোষণা নেই; কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের জন্য অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণের সুযোগ
- ঋণ খেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত

২. দ্রুত সাড়াদান ...

ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি

- গবেষণাভুক্ত ৪৩টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে ২০% এলাকায় ত্রাণ বিতরণের জন্য কোনো পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া হয় নি
- ২২% জেলায় উপকারভোগীর তালিকা হালনাগাদ করা হয়

প্রস্তুতির ধরন	জেলার হার (%)
ত্রাণ বিতরণে কমিটি গঠন	৫৭.৮
উপকারভোগীর তালিকা হালনাগাদ করা	২২.২
সচেতন নাগরিকদের সাথে মতবিনিময়	৮.৯
কোনো ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়নি	২০.০

উৎস: মাঠ জরিপ

২. দ্রুত সাড়াদান ...

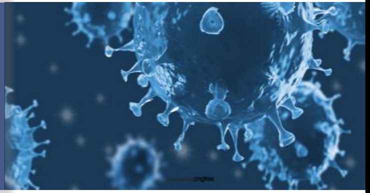

চাহিদার অনুপাতে ত্রাণ বা খাদ্য সহায়তা দেওয়ার পরিমাণ

- ৮২% এলাকায় চাহিদার অনুপাতে অর্ধেক বা তারও কম পরিমাণে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে
- ৯০% এলাকায় চাহিদার অনুপাতে অর্ধেক বা তারও কম পরিমাণে উপযুক্ত মানুষ ত্রাণ পেয়েছে
- ব্রাকের একটি জরিপ অনুসারে, মাত্র ১৪% নিম্ন আয়ের মানুষ ত্রাণ পেয়েছে

ত্রাণ বা খাদ্য সহায়তার পরিমাণ	এলাকার হার (%)
পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে	০
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত্রাণ দেওয়া হয়েছে	১৭.৮
চাহিদার অনুপাতে অর্ধেক ক্ষেত্রে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে	৪০
চাহিদার তুলনায় সামান্যই ত্রাণ দেওয়া হয়েছে	৩৫.৬
ত্রাণ দেওয়া হয়নি বললেই চলে	৬.৭

উৎস: মাঠ জরিপ

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা

অকার্যকর কমিটি

- করোনা মোকাবিলায় দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে নয় ধরনের কমিটি গঠন করা হলেও এসব কমিটির কার্যকরতায় ঘাটতি লক্ষণীয়
- জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠক ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হলেও সেই মিটিং ডেঙ্গু বিষয়ক আলোচনা হয়; পরবর্তী কোনো বৈঠকের তথ্য পাওয়া যায় না
- কমিটির সভাপতি অনেক সিদ্ধান্তের বিষয়ে অবগত থাকেন না বলে জানিয়েছেন (গার্মেন্টস খোলা ও বন্ধ, ঢাকায় প্রবেশ)
- জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কমিটিগুলোর প্রস্তুতি সভা মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও অনুষ্ঠিত হয়নি
- জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির সভা নিয়মিত হলেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (শপিং মল/ গার্মেন্টস খোলা, লকডাউন প্রত্যাহার করা) কমিটির পরামর্শ উপেক্ষিত - সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাদের ওপর নির্ভরতা

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ...

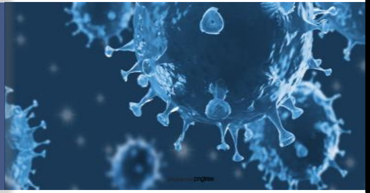

পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি

দেশ	জনসংখ্যার অনুপাতে পরীক্ষার হার (%)
মালদ্বীপ	৫.৩৬
ভুটান	২.৬৬
নেপাল	১.০১
ভারত	০.৩৯
শ্রীলংকা	০.৩৮
পাকিস্তান	০.৩৭
বাংলাদেশ	০.২৯
আফগানিস্তান	০.১৪
আরব আমিরাত	২৬.৫৭
স্পেন	৯.৫৫
যুক্তরাষ্ট্র	৭.১৯

**১৩ জুন ২০২০

- ❖ পরীক্ষার সম্প্রসারণ হলেও, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ২য় সর্বনিম্ন, বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৯তম
- ❖ বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত দেশের সমতুল্য হিসেবে দাবি করা হলেও পরীক্ষার হারের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে

বিদ্যমান পরীক্ষাগারের সক্ষমতা

সময়	পরীক্ষাগারের সংখ্যা	দিন প্রতি পরীক্ষা	প্রতিদিনে ল্যাব প্রতি পরীক্ষা	ফোন কলের অনুপাতে পরীক্ষা
২৫ মার্চ পর্যন্ত	১	২৩	২৩	৬৩৯:১
২৫ মার্চ - ১৫ এপ্রিল	১৭	৬৫৩	৩৮	১৪৩:১
১৫ এপ্রিল - ৩০ এপ্রিল	৩০	৩৩২০	১১১	২৫:১
১ মে - ১৫ মে	৪১	৬৩৯০	১৫৬	১৮:১
১৫ মে - ৩১ মে	৫২	৯৩১৬	১৭৯	২২:১
১ জুন - ১৪ জুন	৬০	১৩৬৯৫	২৩২	১৩:১

- স্বাস্থ্য বাতায়ন, জাতীয় কলসেন্টার এবং আইইডিসিআর-এর নির্ধারতি হটলাইনে ১৪ জুন পর্যন্ত করোনা ভাইরাস বিষয়ক সেবার জন্য ১.১ কোটি ফোন কলের বিপরীতে প্রায় ৫ লক্ষ পরীক্ষা
- **ব্যাপক প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় নি**

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ...

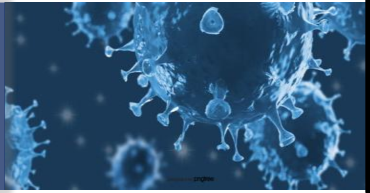

পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতাল সমূহের মধ্যে প্রায় ৫৭% হাসপাতালে চাহিদার তুলনায় কম পরীক্ষা করাতে পারছে
- বাংলাদেশে পরীক্ষাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশ ঢাকা-কেন্দ্রিক; ৬০টি পরীক্ষাগারের মধ্যে ২৭টি ঢাকা শহরে অবস্থিত
- বর্তমানে ২১টি জেলায় পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে
- করোনা পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ২ হতে ৮ দিন পর্যন্ত বিলম্ব

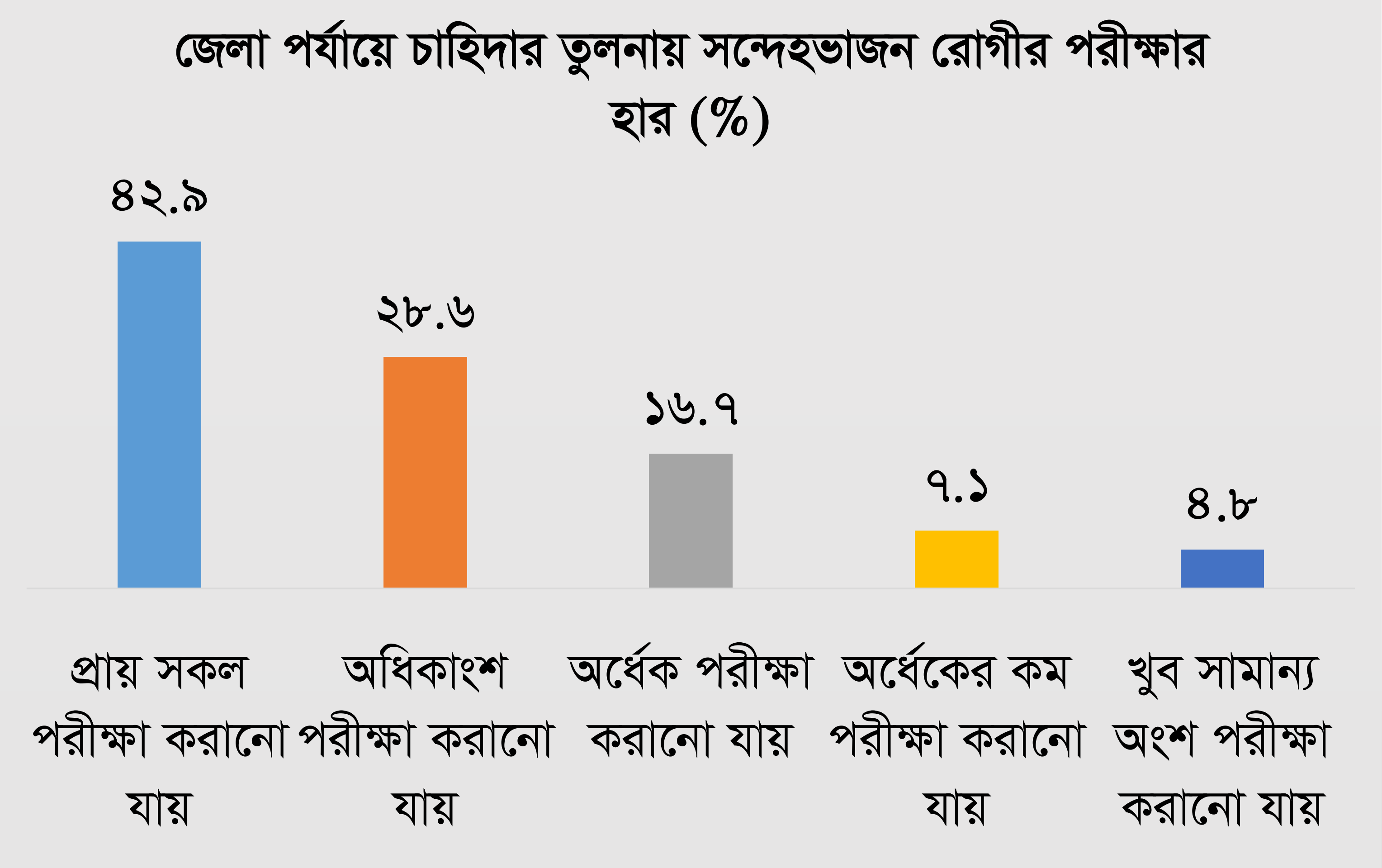

উৎস: মাঠ জরিপ

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ...

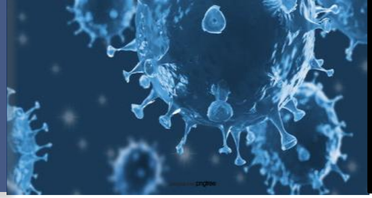

পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি

- বাংলাদেশে পরীক্ষার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করলেও তা ধরে রাখতে পারছে না
- ১৫ মে থেকে প্রতিদিন গড়ে ৪-৫টি পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না
- ২৫ মে তারিখে সর্বোচ্চ ১১টি এবং ১৫ এবং ২৯ মে তারিখে ৮টি করে পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা হয়নি
- ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ...

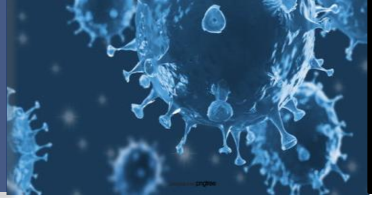

পরীক্ষাগারের সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার না করা

- ৬০টি পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত প্রায় ৮৫টি পিসিআর মেশিনে দিনে তিন শিফটে প্রায় ২৪ হাজার পরীক্ষার সক্ষমতা থাকলেও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট সংকট, মেশিন নষ্ট থাকা, জনবল ও মেশিন সংক্রমিত হওয়া ও সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে সর্বশেষ ১৪ দিনে গড়ে ১৩.৬ হাজার করে নমুনা পরীক্ষা হচ্ছে
- বিগত ১১ বছর মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পদে নিয়োগের বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় নিয়োগ বন্ধ
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জনবল ও যন্ত্রপাতির সক্ষমতা থাকলেও তার পূর্ণ ব্যবহার করা হচ্ছে না; আইসিডিডিআর'বি-এর দিনে ৭০০টি করে ৩০ মার্চ থেকে দুই মাসে ৪২ হাজার পরীক্ষার সক্ষমতা থাকলেও ৩১ মে পর্যন্ত তাদের দিয়ে মাত্র ১৫ হাজার নমুনা পরীক্ষা করানো হয়
- মাঠ পর্যায়ে নমুনা সংগ্রহ এবং পিসিআর মেশিনে পরীক্ষার জন্য দক্ষ জনবলের ঘাটতি; অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী দিয়ে নমুনা সংগ্রহ করায় অনেক ক্ষেত্রে নমুনা নষ্ট হয়ে যায়

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ...

পরীক্ষাগারের স্বল্পতা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে করোনা ভাইরাস টেস্টের ক্ষেত্রে হয়রানি

- একাধিকবার হটলাইনে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া
- হটলাইনে রোগীর ইতিহাস শুনে টেস্টের জন্য বাছাই
- নমুনা সংগ্রহ করা হবে জানানো হলেও পরবর্তীতে নমুনা সংগ্রহ না করা, বা বিলম্বে নমুনা সংগ্রহ
- কোথায় সরাসরি নমুনা গ্রহণ করা হয় এ বিষয়ে তথ্যের ঘাটতি
- নির্ধারিত ল্যাবে গিয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর ফিরে আসা
- নমুনা দেওয়ার জন্য একাধিকবার কেন্দ্রে যেতে বাধ্য হওয়া
- নমুনার দুর্বলতা ও দক্ষতার ঘাটতির কারণে টেস্টের ভুল প্রতিবেদন প্রদান - ৩০% ‘ফলস নেগেটিভ’
- প্রতিবেদন পেতে সর্বোচ্চ ৮ দিন পর্যন্ত বিলম্ব
- পরীক্ষার পূর্বে বা পরীক্ষা না করে দীর্ঘদিন পজিটিভ রোগীর সাথে আইসোলেশনে রাখা

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ...

চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি:

৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের দাবি (সারা দেশে আক্রান্ত রোগীদের জন্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা) করা হলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিভিন্ন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়

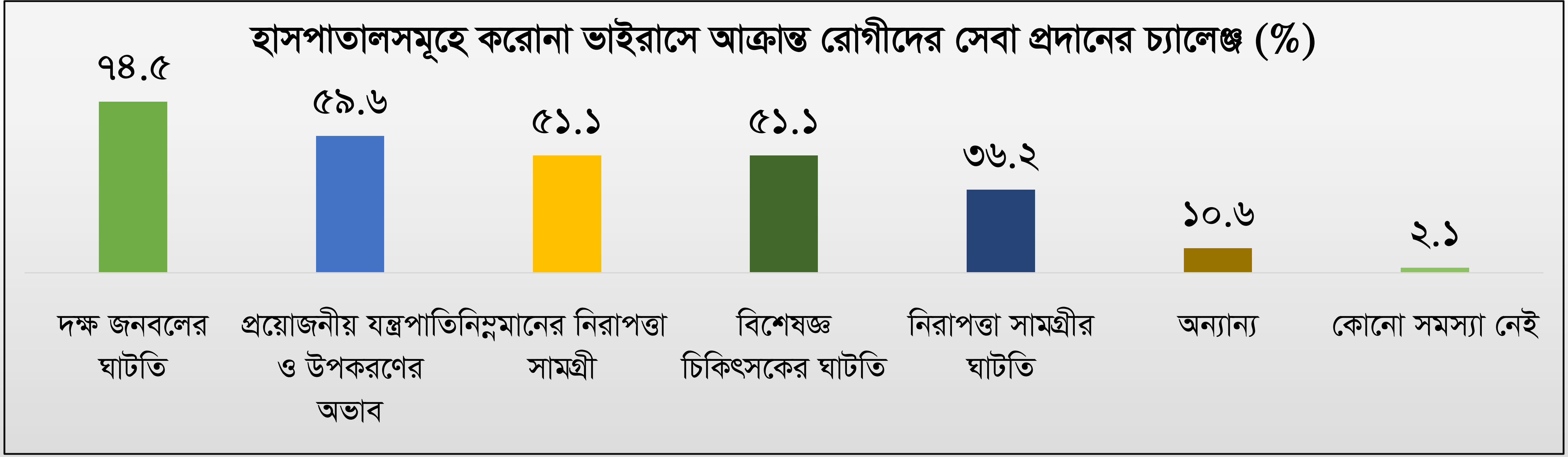

উৎস: মাঠ জরিপ

অন্যান্য চ্যালেঞ্জের মধ্যে পানির সংকট, নিরাপত্তা সমস্যা, নারীদের জন্য পৃথক আইসোলেশন ব্যবস্থা না থাকা, রোগীদের মধ্যেকার নিরাপদ দূরত্ব বজায় না রাখা অন্যতম

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ...

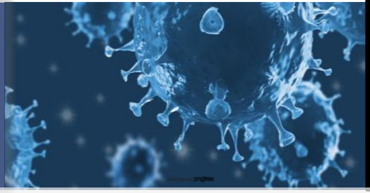

চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি

আইসিইউ সংকট: ৬ জুন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রদত্ত তথ্যানুসারে, সারা দেশে করোনা ভাইরাস রোগীর জন্য নির্ধারিত আইসিইউ সংখ্যা ৩৯৯টি এবং রাজধানীতে ২১৮টি দাবী করা হলেও, বাস্তবে সরকারি -বেসরকারি হাসপাতালে মোট সচল আইসিইউ এর সংখ্যা ১৪০টির কম, সব আইসিইউতে রোগী ভর্তিও করা হচ্ছে না

ভেন্টিলেশন সংকট: ২৬ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত করোনা ভাইরাস আক্রান্তের চিকিৎসায় সরকারের দাবি অনুযায়ী ৫০০ ভেন্টিলেটর থাকার কথা; প্রকৃতপক্ষে শুধু রাজধানীর নির্ধারিত ৫টি হাসপাতালে ছিল **২৯টি**; বর্তমানে সারা দেশে মোট ভেন্টিলেটরের সংখ্যা **১,২৬৭টি** - এর মধ্যে **মাত্র ১৯০টি** করোনার চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে **ঢাকায় ৭৯টি** এবং অন্যান্য **জেলা শহরে ১১১টি**

যন্ত্রপাতির ঘাটতি: করোনা ভাইরাস চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম ও অক্সিজেন সিলিন্ডার, মনিটর, পালস অক্সিমিটার, ডিফেব্রিলেটর, ইসিজি মেশিন, পোর্টেবল ভেন্টিলেটর, এসি, ডিহিউমিডিফায়ার, ইত্যাদির ঘাটতি রয়েছে

জনবল সংকট: কিছু হাসপাতালে আইসিইউ শয্যা পরিচালনায় বা রোগীদের পরিচর্যার জন্য প্রশিক্ষিত চিকিৎসক বা নার্স নেই; করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী সংযোজন করা হয়নি

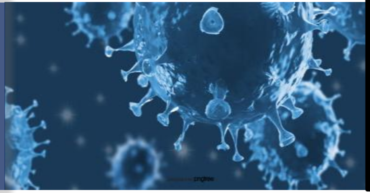

চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি

আইসিইউ ও ভেন্টিলেশন সংকটের প্রাক্কলন:

করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার জন্য গড়ে অপেক্ষা করতে হয় ৩ দিন

গত ১৪ দিনে প্রতি দিন গড় নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা ১৩,৭৫২

গত ১৪ দিনে গড় আক্রান্তের সংখ্যা = ২,৮৮৩ (২১%)

প্রতিদিন ভেন্টিলেশনসহ আইসিইউ প্রয়োজন ৫% = ১৪৪

প্রতিদিন ভেন্টিলেশনসহ আইসিইউ প্রকৃত প্রয়োজন ৩ গুন (১৪৪ x ৩) = ৪৩২

গড়ে একজন রোগীর ভেন্টিলেশনসহ আইসিইউ প্রয়োজন - ৭ দিন

বর্তমানে দেশে আইসিইউ'র প্রকৃত চাহিদা = ৪৩২ x ৭ = ৩০২৪ টি

ইমপেরিয়াল কলেজ লন্ডনের একটি গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে, ৩০ জুনের মধ্যে উচ্চ চাপযুক্ত অক্সিজেন সমৃদ্ধ শয্যার প্রয়োজন হবে **প্রায় ২০ হাজার**, এবং ভেন্টিলেটরসহ আইসিইউ শয্যার প্রয়োজন হবে **৫,২৫৪টি**

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ...

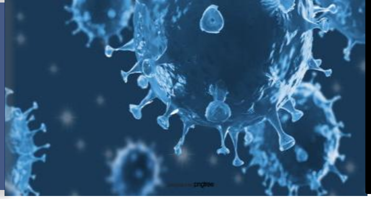

চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি

- **৫৩% হাসপাতালে করোনার প্রভাবে সাধারণ চিকিৎসা সেবায় ব্যাঘাত ঘটছে**
- ৭১% হাসপাতালে নিম্নমানের নিরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহের কারণে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে

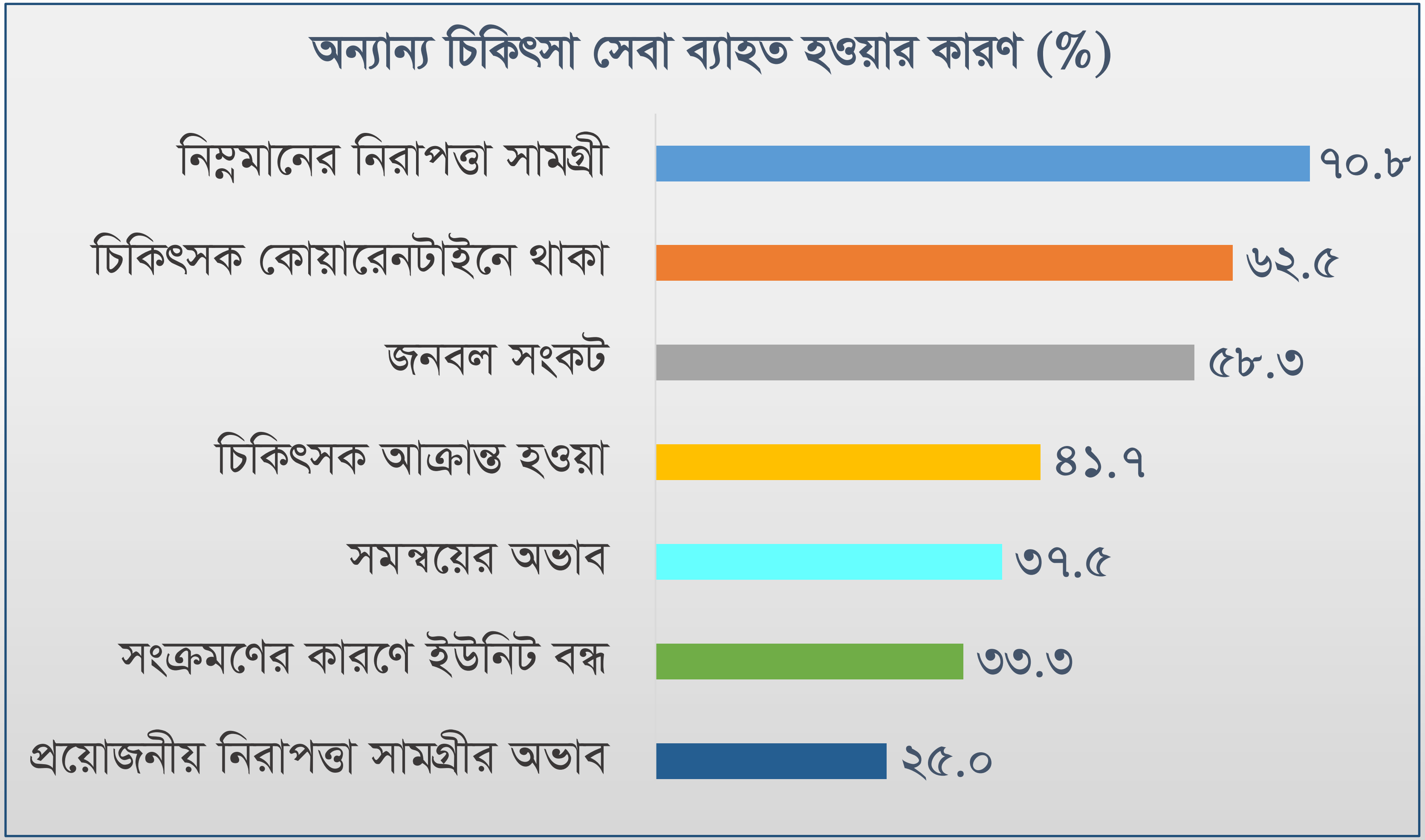

উৎস: মাঠ জরিপ

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ...

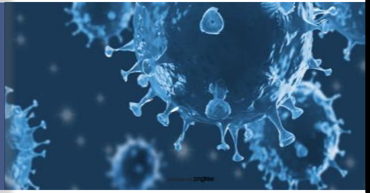

সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি

- ১৪ জুন পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় ২৩ লাখ পিপিই বিতরণের দাবি; সেই হিসেবে কর্মরত ৭৫ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীর প্রত্যেকে অন্তত ৩০ সেট পিপিই পাওয়ার কথা থাকলেও এখনও অনেক স্বাস্থ্যকর্মী একটিও পিপিই পাননি
- প্রায় ২৫% হাসপাতালের সকল চিকিৎসক এবং ৩৪% হাসপাতালের সকল নার্স পিপিই পান নি বলে জানিয়েছেন
- ১৪ জুন পর্যন্ত ৩৮ জন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, আক্রান্তের সংখ্যা ১১৯০ জন
- ৭ জন নার্স করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, আক্রান্তের সংখ্যা ১১০২ জন, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্তের সংখ্যা ১৩০৮

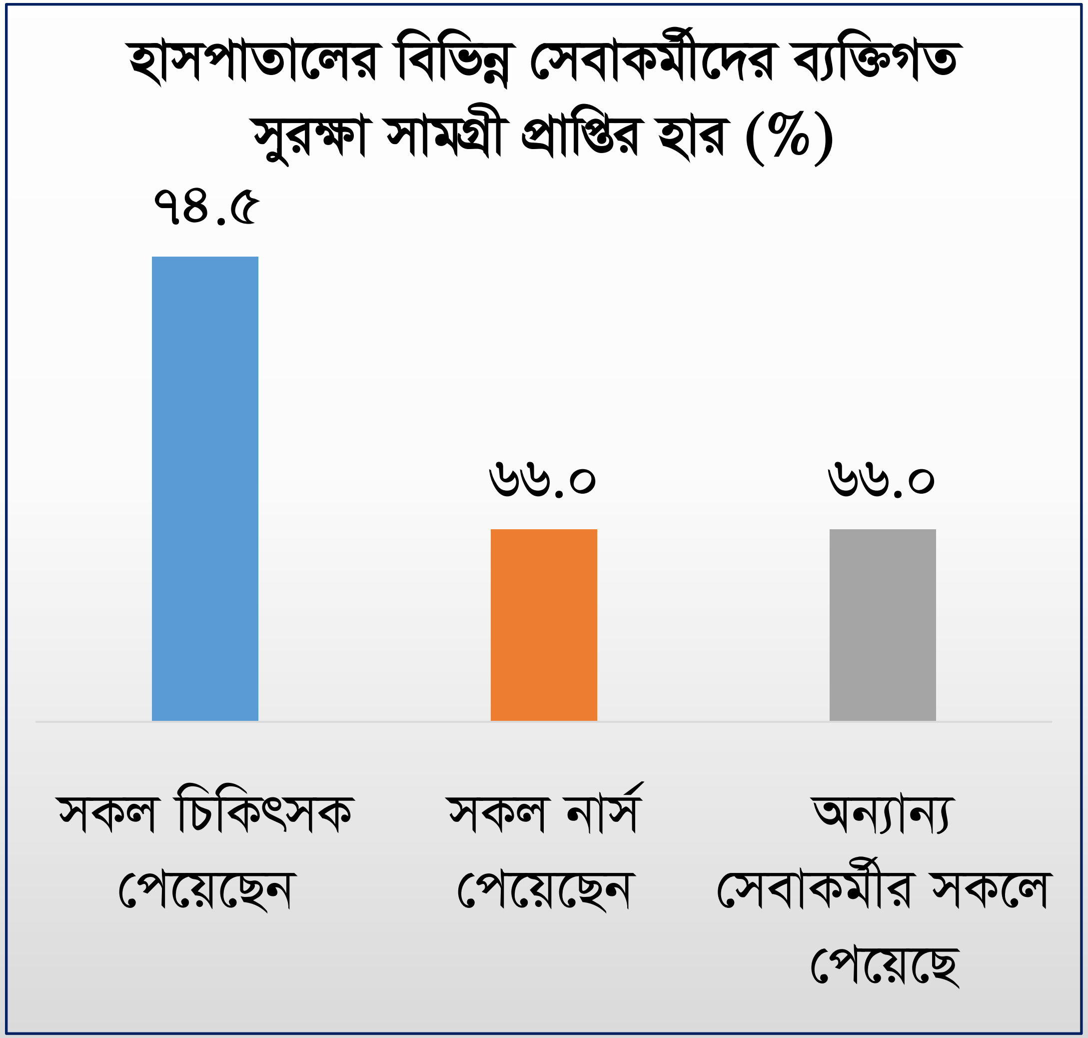

উৎস: মাঠ জরিপ

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ...

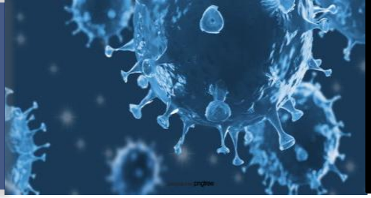

সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি

- অধিকাংশ হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত মান অনুযায়ী সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ না করার অভিযোগ
- পূর্ণাঙ্গ পিপিই সরবরাহ না করা; পৃথকভাবে গাউন, গগলস, সার্জিক্যাল মাস্ক, গ্লাভস, শু কাভার, হেড কাভার, ফেস শিল্ড সরবরাহ

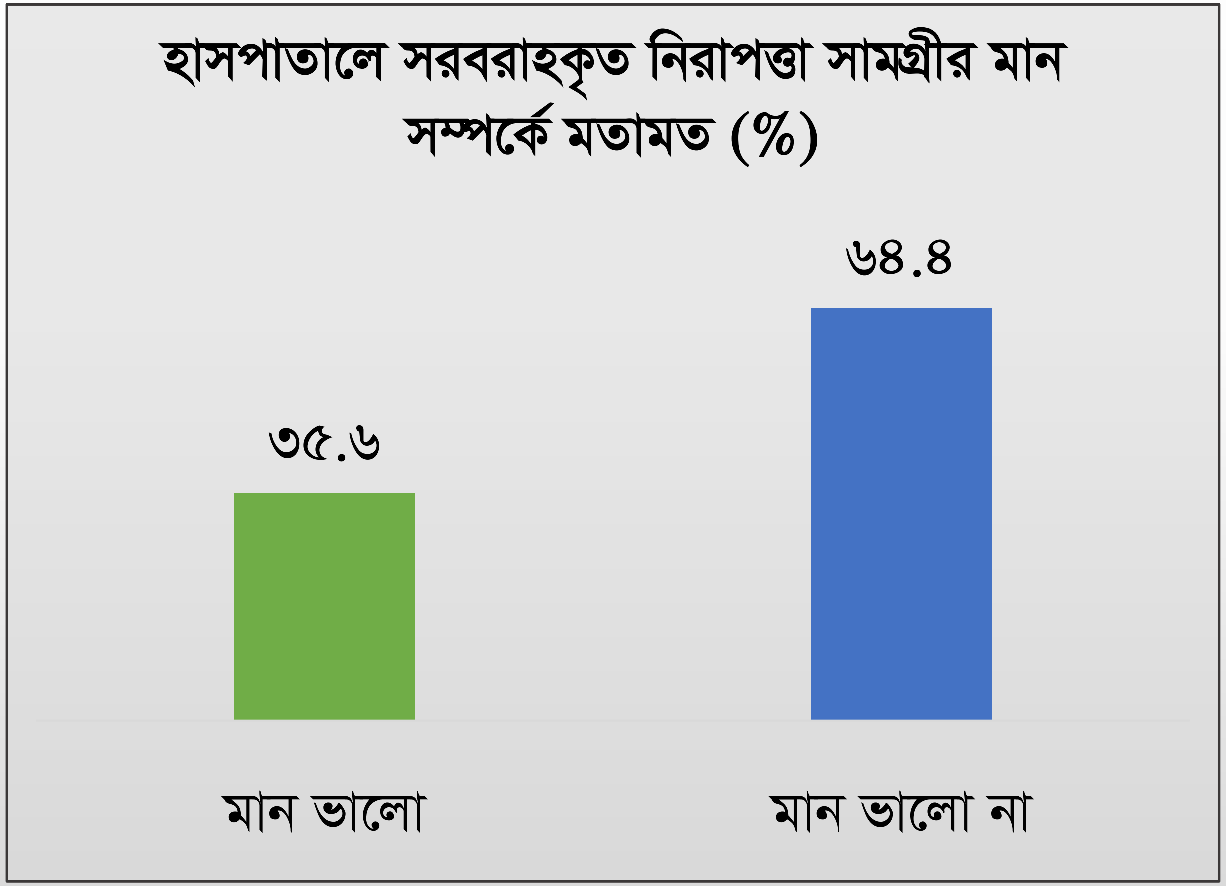

উৎস: মাঠ জরিপ

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ...

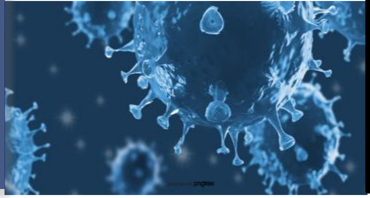

সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি

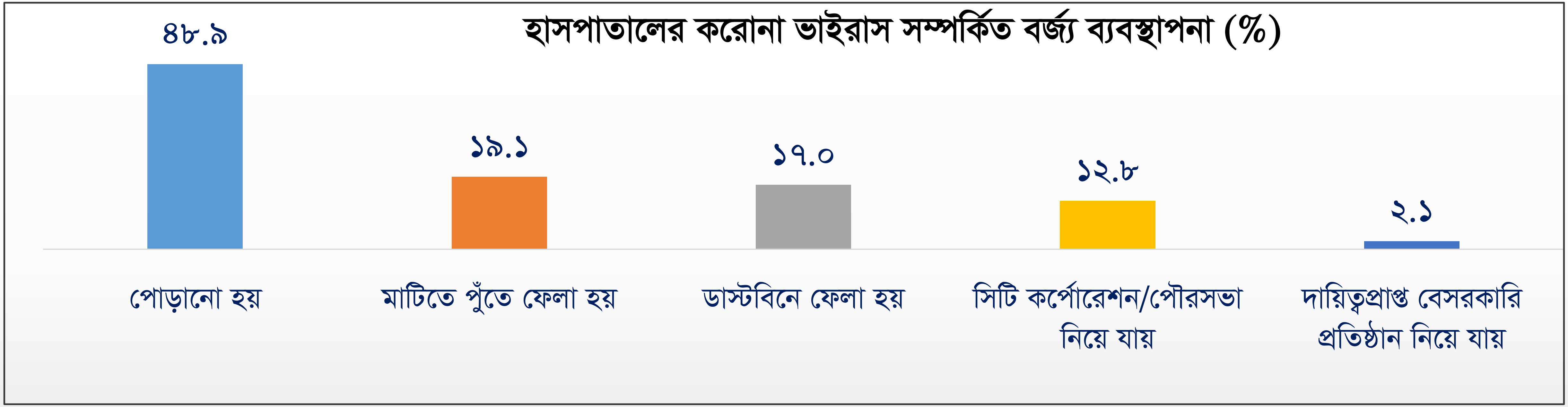

উৎস: মাঠ জরিপ

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর প্রায় ৩০% ক্ষেত্রে বর্জ্য উন্মুক্ত স্থানে ফেলা হচ্ছে; প্রকৃতপক্ষে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মাত্র চারটি বিভাগীয় শহরে সীমিত আকারে ব্যবস্থা রয়েছে, অন্যত্র ব্যবস্থা নেই
- করোনা ভাইরাস সংকটকালে স্বাস্থ্যকর্মী এবং জনগণের ব্যবহৃত ১৪,৫০০ টন সংক্রামক মেডিকেল বর্জ্য উৎপন্ন; ঢাকায় ১ হাজার ৩১৪ টন সার্জিক্যাল হ্যান্ড গ্লাভস এবং ৪৪৭ টন সার্জিক্যাল মাস্কের বর্জ্য তৈরি হয়েছে

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ...

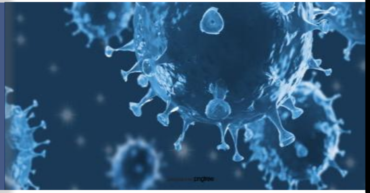

সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি

- স্বাস্থ্কর্মীদের চিকিৎসাকালীন ও রোস্টার পরবর্তী কোয়ারেন্টাইন আবাসন ব্যবস্থার ঘাটতি ও মানসম্পন্ন আবাসনের ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে

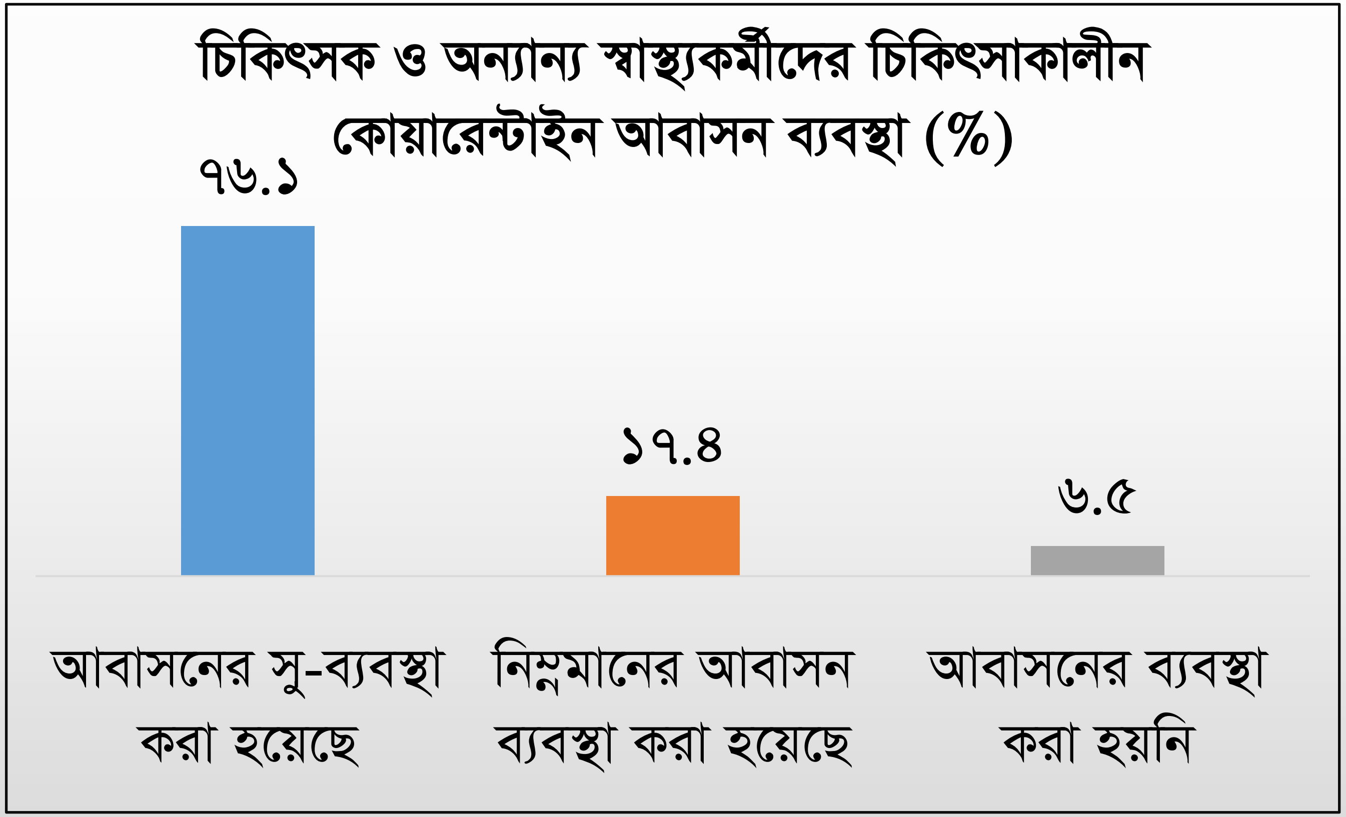

উৎস: মাঠ জরিপ

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ...

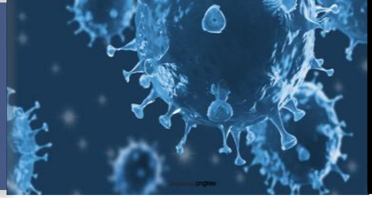

কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধে সক্ষমতার ঘাটতি

স্ক্রিনিং ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা

- সারা দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দর, স্থল বন্দর ও সমুদ্রবন্দরের ৭টি থার্মাল আর্চওয়ে স্ক্যানারের মধ্যে মাত্র ১টি সচল ছিল

কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা

- চীনের উহান-ফেরত ৩১২ জন বাংলাদেশিকে আশকোনা হজ্ব ক্যাম্পে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। পরবর্তীতে ইতালি-ফেরত ১৬৪ জনকে হজ্ব ক্যাম্পে রাখার সিদ্ধান্ত হলেও বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার কারণে তাদেরকে পরদিন নিজ দায়িত্বে হোম কোয়ারেন্টাইনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়
- প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের পরিবর্তে বিদেশফেরত যাত্রীদের হোম কোয়ারেন্টাইনের পরামর্শ
- ১৮ ফেব্রুয়ারি - ১৮ মার্চ বিদেশফেরত যাত্রীদের মাত্র ৮% হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন
- সচেতনতার ঘাটতি, প্রশাসনের সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হোম কোয়ারেন্টাইন কার্যকর হয় নি

৩. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ...

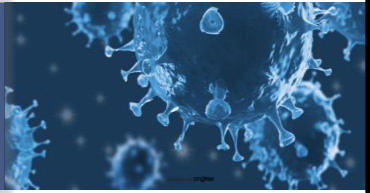

কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধে সক্ষমতার ঘাটতি

সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা

- সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতার ঘাটতি
- কঠোর আইন প্রয়োগের ঘাটতি
- সরকারের পক্ষ থেকে ভুল ও বিভ্রান্তিকর বার্তা প্রদান - একদিকে আইসোলেশন মানতে বলা হয়েছে আবার অন্যদিকে গণপরিবহণ, কল-কারখানা, শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে

সাধারণ ছুটি (লকডাউন) ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা

- গণ পরিবহণ বন্ধ না করে ছুটি ঘোষণা - প্রায় ১ কোটির অধিক মানুষ ঢাকা ছেড়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে
- ছুটি ঘোষণার পর পোষাক শ্রমিকদের ঢাকা ছেড়ে গ্রামে যাওয়া, গার্মেন্টস খুলে তাদের ঢাকায় ফেরানো, আবার গার্মেন্টস বন্ধ ঘোষণা এবং তাদের ফেরত পাঠানোর মাধ্যমে লকডাউন ব্যবস্থা প্রায় অকার্যকর
- ২৬ এপ্রিল পুনরায় গার্মেন্টস ও উপাসনালয়, ১০ মে হতে দোকান-পাট, শপিং মল সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়া, ঈদের আগে ব্যক্তিগত পরিবহণে আন্তঃ জেলা চলাচল উন্মুক্ত করার মাধ্যমে সার্বিকভাবে লকডাউন পরিস্থিতি অকার্যকর হয়ে পড়ে
- ত্রাণ বিতরণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব মানা হয়নি

৪. অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

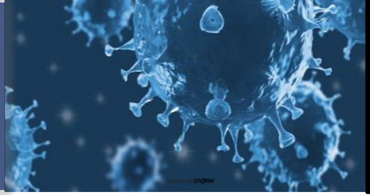

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতা

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি ‘জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল’ গঠিত হওয়ার বিধান থাকলেও তা আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় নি; এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এককভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন
- করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রাথমিক ও চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ হলো চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, অথচ এক্ষেত্রে শীর্ষ নীতি-নির্ধারণী জায়গায় কোনো মেডিসিন বিশেষজ্ঞ নেই
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক করোনাকালে চিকিৎসকদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করে তা প্রত্যাহার করার একাধিক ঘটনা ঘটেছে
- একঘন্টার ব্যবধানে করোনা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য অধিদফতর কর্তৃক দুই ধরনের তথ্য দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে
- ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে করোনা হাসপাতাল তৈরির বিষয়ে চারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন
- সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালেও করোনা চিকিৎসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে তা পরিবর্তন করা হয়

৪. অংশগ্রহণ ও সমন্বয় ...

আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা

- করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, যোগাযোগ, বাণিজ্য, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রত্যাশিত হলেও তাদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা যায়
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রেখেই ছুটি ঘোষণা - বিপুল সংখ্যক মানুষের ঢাকা ত্যাগ
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বরাষ্ট্র, বাণিজ্য ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে করোনা প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যানের (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) অগোচরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিযোগ - সারাদেশে কার্যত লকডাউনের মাঝে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ঢাকায় ফেরা, গার্মেন্টস খোলা রাখা, মসজিদে জামাতে নামাজ বন্ধ, রাস্তা খুলে দেওয়া বা বন্ধ রাখা
- করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১ মার্চ যে জাতীয় কমিটি গঠন করা হয় সেখানে প্রথমে পুলিশের মহাপরিদর্শককে (আইজিপি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; সমালোচনার কারণে কমিটি সংশোধন করে আইজিপিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়

৪. অংশগ্রহণ ও সমন্বয় ...

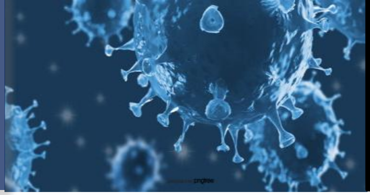

বেসরকারি পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করায় ব্যর্থতা

- বাংলাদেশের ৬৯টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও প্রায় ৫ হাজার বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন ও সমন্বয় করা হয় নি
- ৯ এপ্রিল প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন সকল বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ করোনা চিকিৎসা দিতে প্রস্তুত দাবি করলেও এই বিপর্যয়ের সময়ে অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়; তারা অন্যান্য চিকিৎসা সেবাও বন্ধ করে দিয়েছিল যা বিপুল সংখ্যক মানুষের দুর্ভোগ ও মৃত্যুর কারণ
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সকল বেসরকারি হাসপাতালকে একাধিকবার করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা প্রদানের নির্দেশ দিলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ তদারকির ঘাটতি বিদ্যমান
- করোনাভাইরাস মোকাবিলার সকল কার্যক্রম সরকারের একক নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতার ফলে দীর্ঘসূত্রতা; সরকারের যথাযথ সহায়তার অভাবে বা বিরোধিতার কারণে বেসরকারি পর্যায়ের বেশ কিছু স্বপ্রণোদিত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি; কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত (বসুন্ধরার হাসপাতাল স্থাপন, রেমডিসিভির ব্যবহারের অনুমোদন) ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বিলম্বিত (গণস্বাস্থ্যর র‍্যাপিড টেস্ট কিট অনুমোদন)

৪. অংশগ্রহণ ও সমন্বয় ...

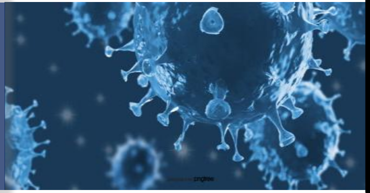

গবেষণাভুক্ত এলাকায় ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়ের চিত্র

ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়	এলাকা (%)
সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ	৩৯.৫
কোনো ধরনের সমন্বয় না করে বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণ	৬০.৫

উৎস: মাঠ জরিপ

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬০ শতাংশ এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণের কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত ত্রাণ পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত

৫. স্বচ্ছতা

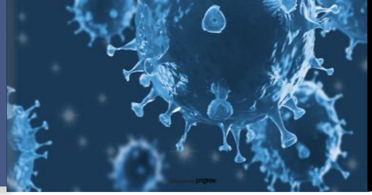

তথ্য প্রকাশে বিধি-নিষেধ আরোপ

- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের ঊর্ধতন কর্তপক্ষের অনুমতি ছাড়া জনসমক্ষে, সংবাদপত্রে বা অন্য কোনো গণমাধ্যমে কোনো বিবৃতি বা মতামত প্রদানে নিষেধাজ্ঞা

মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব

- দেশের বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ বিতরণে চুরি ও আত্মসাতের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে গণমাধ্যমকর্মীদের বাধা, হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এর আওতায় কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার পর ৬৭টি মামলা দায়ের, ৩৭ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা (আর্টিক্‌ল ১৯)
- করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে কার্টুনিস্ট, সাংবাদিকসহ ৭৯টি ঘটনায় মোট ৮৮ জনকে গ্রেফতার (সিজিএস, ঢাবি)
- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিহত বিষয়ে প্রচারণা/ গুজব মনিটরিং করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের ৩০টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের জন্য নজরদারি সেল গঠন; পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার হলেও নজরদারি অব্যাহত

৫. স্বচ্ছতা ...

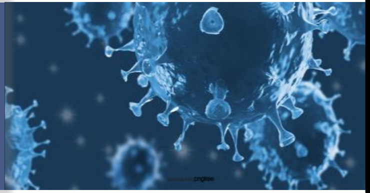

করোনা ভাইরাসে সকল মৃতের সংখ্যা সরকারি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া

- করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে মৃতদের অনেকেই সরকারি হিসাবের বাইরে থেকে যাচ্ছে। মৃতের নমুনা পরীক্ষা না হলে, বা হোম কোয়ারেন্টাইনে মৃতদের তথ্য কর্তৃপক্ষকে না জানালে তা সরকারি হিসাবে যোগ হচ্ছে না
- করোনা ভাইরাসে মৃতের সরকারি হিসাব নিয়ে সব পর্যায়ের জনগণের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস

উৎস (১৪ মে পর্যন্ত)	মৃতের সংখ্যা
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	২৬৯
বিভিন্ন কবরস্থান/শ্মশানঘাট	৩৯২

উৎস	সময়	উপসর্গে মৃতের সংখ্যা
সিজিএস, ডিইউ	২২ মার্চ - ৩০ মে	৭২০
বিডিকরোনাইনফো	৮ মার্চ - ১০ জুন	৯৮৩

সকল তথ্য প্রকাশ না করার অভিযোগ

- সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে (করোনায় প্রকৃত মৃতের সংখ্যা; শয্যা, আইসিইউ, ভেন্টিলেটর ইত্যাদির প্রকৃত সংখ্যা; সব সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ইত্যাদি) তথ্য প্রকাশ না করা বা তথ্য গোপন করার অভিযোগ রয়েছে

৬. অনিয়ম ও দুর্নীতি

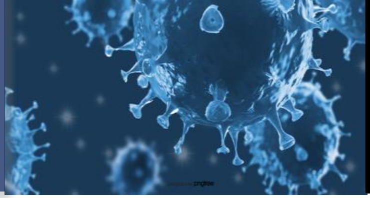

চিকিৎসায় অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার অভিযোগ

- ❖ করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা পাওয়া যায় না
- ❖ রোগীদের কাছে চিকিৎসক-নার্সরা যায় না; স্বাস্থ্যকর্মীরা ইন্টারকমে ফোন করে খোঁজখবর নেয়
- ❖ দরজার বাইরে খাবারের প্যাকেট রেখে যায়
- ❖ রোগীর কক্ষ পরিষ্কার করার জন্যও কেউ আসে না
- ❖ যথাসময়ে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয় না, রোগীর এটেনডেন্টদের প্রয়োজনীয় উপকরণ নিতে বলে
- ❖ করোনা সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি রোগী মারা গেলে তার নমুনা পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা
- ❖ নারী ও পুরষদের একই আইসোলেশন কক্ষে রাখে
- ❖ রোগী মারা গেলেও মৃতদেহ দীর্ঘ সময় সরানো হয় না

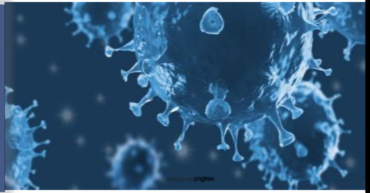

চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনিয়ম সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর্মীদের মতামত

- করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি অনিয়ম-দুর্নীতি বিদ্যমান

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালসমূহে কোভিড-১৯ সেবায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন (%)

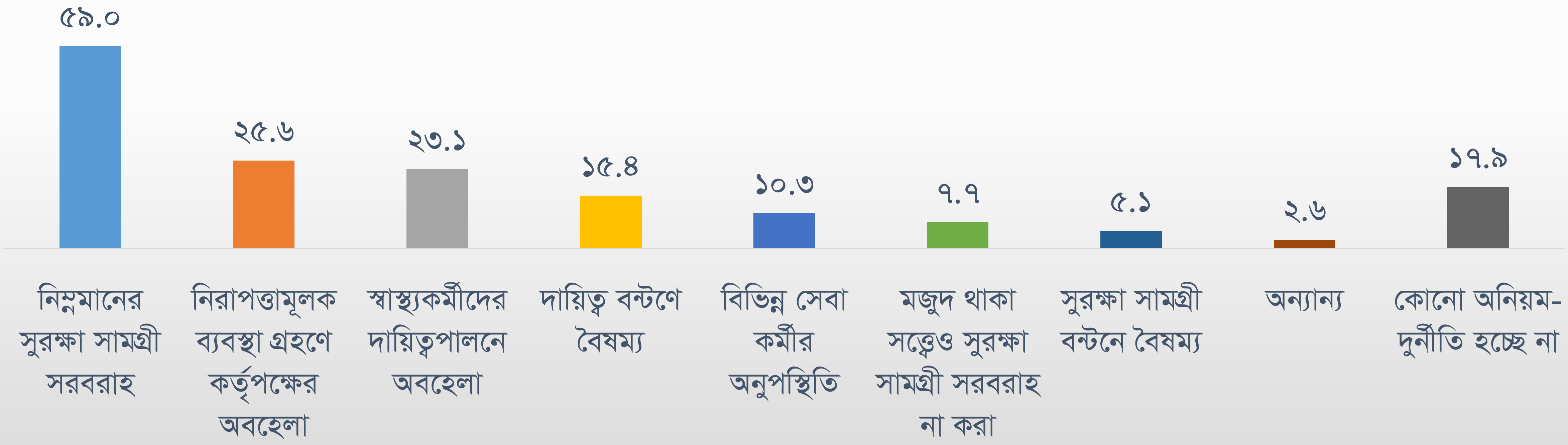

উৎস: মাঠ জরিপ

৬. অনিয়ম ও দুর্নীতি ...

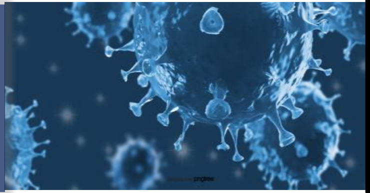

পরীক্ষাগারে দুর্নীতি

- ❖ বেসরকারি পরীক্ষাগারে করোনা পরীক্ষায় সরকার নির্ধারিত ফি অপেক্ষা ১০০০ - ১৫০০ টাকা অতিরিক্ত আদায়
- ❖ করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির পরীক্ষার ক্ষেত্রে দালাল কর্তৃক সিরিয়াল বিক্রি (১০০০ - ১৫০০ টাকা)
- ❖ ‘করোনা ভাইরাস আক্রান্ত নয়’ এমন সার্টিফিকেট বিক্রি

চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতি

- ❖ ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে - কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়া অন্যরা কিছুই জানতে পারছেন না
- ❖ একটি সিন্ডিকেট কর্তৃক বিভিন্ন ফার্মের নামে সব ধরনের ক্রয় নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ, এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের একাংশের জড়িত থাকার অভিযোগ - বিভিন্ন হাসপাতালে এন-৯৫ মাস্ক লেখা মোড়কে সাধারণ সার্জিক্যাল মাস্ক সরবরাহ
- ❖ লিখিতভাবে যেসব কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলোরও মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি; দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে ৫ - ১০ গুণ বাড়তি মূল্যে মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ;
আইইডিসিআর থেকে করোনা উপসর্গধারীদের রক্ত সংগ্রহ, পরিসঞ্চালন ও পরীক্ষার কাজে মেয়াদোত্তীর্ণ ভ্যাকুয়াম টিউব ও ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ সরবরাহের অভিযোগ

৬. অনিয়ম ও দুর্নীতি ...

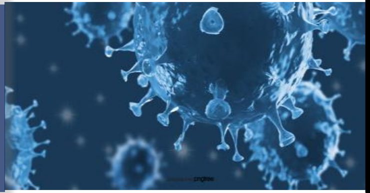

চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতি

- ❖ পুরাতন মডেলের পিসিআর মেশিন ক্রয়; কিছু হাসপাতাল প্রথমে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেও পরবর্তীতে গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে
- ❖ অব্যবহৃত পিসিআর মেশিন থাকা সত্ত্বেও নতুন পিসিআর মেশিনের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে
- ❖ স্বাস্থ্যখাত দুর্নীতিগ্রস্ত থাকার কারণে অনেক অবকাঠামো ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়নি - ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলা চলমান থাকায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে ৫ বছর অব্যবহৃত অবস্থায় ১৬টি ভেন্টিলেটর অচল পড়ে ছিল; পরে ১০টি সচল করা হয়েছে; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও একই অভিযোগ বিদ্যমান
- ❖ তীব্র সংকট মোকাবিলায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থে ভেন্টিলেটর আমদানির পরিকল্পনা নেওয়া হলেও ক্রয় প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির অভিযোগে করোনাকালের ১২ সপ্তাহেও এক্ষেত্রে ক্রয়াদেশ দেওয়া সম্ভব হয়নি

৬. অনিয়ম ও দুর্নীতি ...

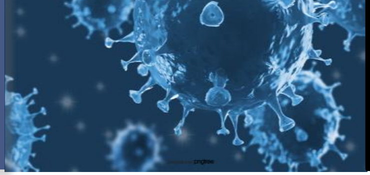

‘করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জরুরি সহায়তা’ শীর্ষক প্রকল্পে অস্বাভাবিক ক্রয় মূল্য

ক্রমিক নং	সরঞ্জাম প্রস্তাব	প্রস্তাবিত ক্রয় মূল্য (টাকা)	বর্তমান বাজার মূল্য (টাকা)
১	সেফটি গগলস (১ লাখ)	৫০০০	৫০০ - ১০০০
২	পিপিই (১ লাখ ৭ হাজার ৬শত)	৪৭০০	১০০০ - ২০০০
৩	বুট শু (৭৬ হাজার ৬শ জোড়া)	১৫০০	৩০০ - ৫০০
৪	কম্পিউটার সফটওয়্যার (৫ টি)	৫৫ কোটি	স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সফটওয়্যারের দাম গড়ে ৩৩,০০০ মার্কিন ডলার (প্রায় ২৮ লাখ টাকা)
৫	ওয়েবসাইট উন্নয়ন (৪ টি)	১০.৫ কোটি	ওয়েবসাইট প্রতি ১ হতে ২ লক্ষ টাকা
৬	অডি-ভিডিও ক্লিপ (৩০ টি)	১১.৫ কোটি (ক্লিপ প্রতি প্রায় ৩৮ লক্ষ)	বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত বিভিন্ন অডিও ভিডিও ক্লিপ (১ হতে ২ মিনিট) তৈরির গড় খরচ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। **বাংলাদেশে একটি সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র তৈরির খরচ ১ হতে ২ কোটি টাকা**
৭	গবেষণা	২৯.৫ কোটি	
৮	রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (৩০ টি)	৪৫ কোটি	
৯	ইনোভেশন	৩৬ কোটি	
১০	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের আনা-নেওয়ার জন্য গাড়ি ভাড়া	৩৭ কোটি	

৬. অনিয়ম ও দুর্নীতি ...

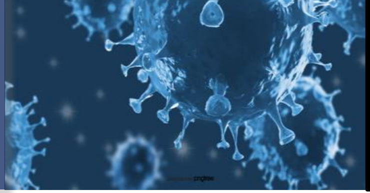

ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে দুর্নীতি

- গবেষণা এলাকার শতকরা ৮২% ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকার শতভাগ ক্ষেত্রেই অতি দরিদ্রদের নগদ সহায়তা (২,৫০০ টাকা) প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ

সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে সমস্যার ধরন	%
রাজনৈতিক বিবেচনায় তালিকাভুক্তি	৮১.৪
জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকা	৬৭.৪
স্থানীয় অধিবাসী না হওয়া	৪৮.৮
চাঁদা দিতে রাজী না হওয়া	৭.৯
স্বজনপ্রীতি, নিজ থেকে যোগাযোগ না করলে নাম না উঠানো	২৩.৩
কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে না	২.৩

উৎস: মাঠ জরিপ

- নগদ সহায়তার তালিকায় বিত্তশালী ও জনপ্রতিনিধিদের সচ্ছল আত্মীয়স্বজনের নাম থাকার এবং একই মোবাইল নম্বর ২শ’ জন উপকারভোগীর নামের বিপরীতে ব্যবহৃত হওয়ার অভিযোগ

৬. অনিয়ম ও দুর্নীতি ...

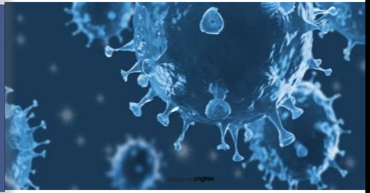

ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অব্যবস্থাপনা

অব্যবস্থাপনার ধরন	শতকরা হার
সামাজিক দূরত্ব না মানা	৯৭.৭
পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ত্রাণ বিতরণ	৫৮.১
দুর্ব্যবহার করা	৩২.৬
কোনো ধরনের তালিকা অনুসরণ না করা	৪১.৯
ছবি তোলার মাধ্যমে হয়রানি/ অধিক মানুষ সমবেত হওয়া	১৬.৩

উৎস: মাঠ জরিপ

- গবেষণা এলাকার প্রায় ৯৮% ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণে সামাজিক দূরত্ব না মানার অভিযোগ রয়েছে
- এছাড়া প্রায় ৪২% ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণে কোনো তালিকা অনুসরণ না করার অভিযোগ রয়েছে

৬. অনিয়ম ও দুর্নীতি ...

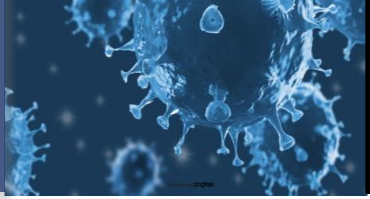

ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতি

উদ্ধারকৃত পণ্যের ধরন	পরিমাণ
চাল	৪,৫৯,৮৭০ কেজি
চিনি	৩০,৮৫৫ কেজি
ডাল	৫৫০ কেজি
পেঁয়াজ	৮৫০ কেজি
ছোলা	২৪ বস্তা
সয়াবিন তেল	৮,০২৭ লিটার

উৎস: সংবাদপত্র পর্যবেক্ষণভিত্তিক বিশ্লেষণ, ১০ জুন ২০২০ পর্যন্ত

- ১০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতির ঘটনা **২১৮টি**
- এসব ঘটনায় মোট **৪,৫৯,৮৭০ কেজি** ত্রাণের চাল উদ্ধার করা হয়েছে

৬. অনিয়ম ও দুর্নীতি ...

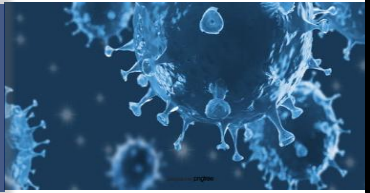

ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতি

- ১০ জুন পর্যন্ত মোট ৮৯ জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়
- এদের মধ্যে

  ২৯ জন ইউপি চেয়ারম্যান

  ৫৪ জন ইউপি সদস্য

  ১ জন জেলা পরিষদ সদস্য

  ৪ জন পৌর কাউন্সিলর, এবং

  ১ জন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান

ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তি

জড়িত ব্যক্তির ধরন	শতকরা হার
নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার)	৩০
দলীয় নেতা	২৪
ডিলার	১৭
ব্যবসায়ী	১৪
সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৪
অজ্ঞাত ও অন্যান্য	১১

উৎস: সংবাদপত্র পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক বিশ্লেষণ, ১০ জুন ২০২০

৬. অনিয়ম ও দুর্নীতি ...

ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ	%
সকল ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে	৪.৯
অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে	১৪.৬
কিছু কিছু ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে	৬১.৯
কোনও ক্ষেত্রেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি	১৭.১
অন্যান্য (তদন্ত কমিটি গঠন)	২.৪

উৎস: মাঠ জরিপ

গৃহীত ব্যবস্থার ধরন	%
আটক	১২
তদন্তনাধীন	১৩
বিভাগীয় ব্যবস্থা	৩৭
গ্রেফতার	৭
মামলা দায়ের	১৫
কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ	৪
জরিমানা	৩
পলাতক	৪
অন্যান্য	৫

উৎস: সংবাদপত্র পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক বিশ্লেষণ, ১০ জুন ২০২০

৭. জবাবদিহিতা

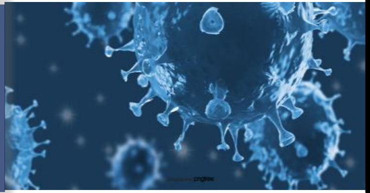

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জবাবদিহিতার ঘাটতি

- যথাযথভাবে আন্তঃ জেলা চলাচল নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা ও সারা দেশে করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে ব্যর্থতার জন্য কোনো জবাবদিহি করা হয়নি
- সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রারম্ভিক পর্যায়ে পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ না করার জন্য কোনো জবাবদিহি করা হয়নি
- নির্দেশনা সত্ত্বেও, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় অংশগ্রহণ না করায় বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
- এন-৯৫ মাস্ক ক্রয়ে দুর্নীতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়নি, তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি, বরং চিকিৎসকদের মাস্ক ও সুরক্ষা পোশাকের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার কারণে বিভিন্ন জায়গায় চারজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা (বদলি, কারণ দর্শানো নোটিশ, ওএসডি) নেওয়ার অভিযোগ
- জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সীমিত আকারে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা অনেকক্ষেত্রেই লোকদেখানো (যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করে দ্রুততার সাথে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালের ৬ জন চিকিৎসককে সাময়িক বরখাস্ত করা, সাময়িক বহিষ্কার), ধারাবাহিকতার ঘাটতি রয়েছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরস্কৃত (সম্প্রতি বদলি হওয়া স্বাস্থ্যসচিবের পদোন্নতি)
- করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত সরকারি প্রেস ব্রিফিং-এ সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার সুযোগ বন্ধ করা হয়েছে

৭. জবাবদিহিতা ...

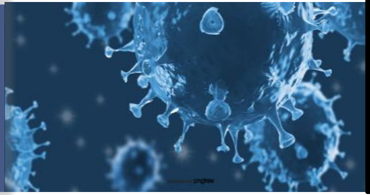

বাজার ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতার ঘাটতি

ক্রমিক নং	সরঞ্জামের ধরন	পূর্বের মূল্য	বর্তমান মূল্য
১	সার্জিক্যাল ফেস মাস্ক (১ বাক্স বা ১০০ টি)	৩৫০	২০০০
২	হ্যান্ড গ্লাভস (১ বাক্স বা ১০০ টি)	৩০০	১৫০০
৩	পালস অক্সিমিটার (ফিঙ্গার)	১০০০	৩,০০০
৪	অক্সিজেন সিলিন্ডার	১০,০০০	৩০,০০০
৫	অক্সিজেন ফ্লো মিটার	১০০০	৩০০০
৬	অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর (৫ লিটার)	৫০,০০০	৭০,০০০

- ❖ করোনা ভাইরাসের লক্ষণ (জ্বর, সর্দি-কাশি) সংক্রান্ত ওষুধের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও কয়েকগুণ বেশি মূল্যে বিক্রি
- ❖ বেসরকারি হাসপাতালে করোনা সেবার অজুহাতে সকল সার্ভিস চার্জ কয়েকগুণ বৃদ্ধি
- ❖ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের অজুহাতে একতরফা ভাবে মালিকপক্ষের স্বার্থ বিবেচনায় গণ-পরিবহনের ভাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে ৬০% বৃদ্ধি, যা বাস্তবে আবার প্রায় দ্বিগুণ হারে আদায়

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

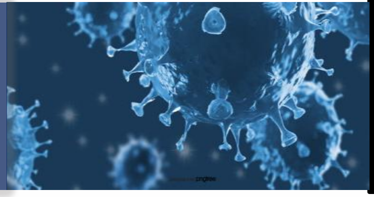

১. করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান - সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি প্রকটভাবে লক্ষণীয়

২. দীর্ঘসময় ধরে পরিকল্পনাহীনতা, সুশাসনের ঘাটতি ও অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দের কারণে স্বাস্থ্যখাতের দুর্বল সক্ষমতা করোনার সঙ্কটে উন্মোচিত

৩. তিনমাস সময় পেয়েও করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ না করা - একদিকে প্রস্তুতিহীনতা, সমন্বয়হীনতা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা; অন্যদিকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষাগারের সম্প্রসারণ না করে বিপুল সংখ্যক মানুষকে পরীক্ষার আওতার বাইরে রাখা, এবং কঠোরভাবে চলাচল নিয়ন্ত্রণ না করার কারণে সংক্রমণের বিস্তার লাভ

৪. লকডাউনসহ সকল ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে আমলা-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা

৫. স্বাস্থ্যখাতের ক্রয়ে দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণের জন্য করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে অংশগ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয় নি

৬. ব্যাপক সামাজিক সম্পৃক্ততা বা অংশগ্রহণের অভাব, ও মাঠ পর্যায়ে করোনা সম্পর্কিত তথ্য প্রচারণায় ঘাটতির কারণে জনসাধারণে মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যর্থতা; কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন ব্যবস্থা অকার্যকর

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ...

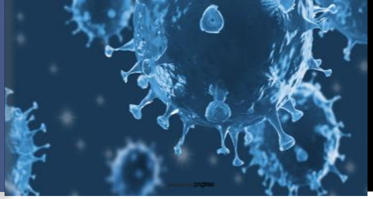

৭. দায়িত্বহীনতা এবং দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষাসামগ্রীর সংকট ও পরবর্তীতে মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহে বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সংকট

৮. লকডাউনের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণ এবং মাঠ পর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা ত্রাণ বঞ্চিত

৯. একদিকে ব্যবসায়ীবান্ধব ও ঋণভিত্তিক প্রণোদনা, অন্যদিকে অতি দরিদ্রদের জন্য আর্থিক সহায়তা অপ্রতুল; ঋণ খেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগ - প্রণোদনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনা ন্যূনতম

১০. তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে অনিয়ম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করা ও দুর্নীতিগ্রস্তের বদলে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীকে হয়রানি ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা - প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে উৎসাহ প্রদান

সুপারিশ

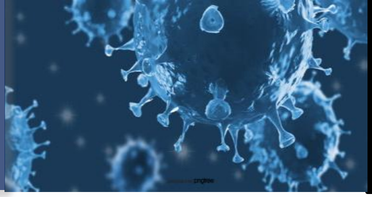

১. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিদ্যমান যন্ত্রপাতি ও জনবলের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষার সুবিধা জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে, এবং বিদ্যমান সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে

২. বর্তমানে করোনা ভাইরাসের ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ হার ও মৃত্যুর সময়ে লকডাউন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হবে; লকডাউন প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে যৌক্তিক ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং পরীক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে সংক্রমণের ব্যাপকতার নিরিখে এলাকাভিত্তিক ঝুঁকি বিবেচনা করতে হবে

৩. করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে

৪. স্বাস্থ্য খাতে জেলা পর্যায়ে সার্বিকভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে (জিডিপির ৫%), এবং স্বাস্থ্যখাতের ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে

৫. স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়ে অনিয়ম দুর্নীতি রোধে জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে

৬. সকল পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে স্ক্রিনিং ও ট্রায়াজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে; সম্মুখ সারির সকল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মানসম্মত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে

৭. সমন্বিত চিকিৎসার প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতালসমূহকে সরকারি বিধির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সকল বেসরকারি হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে

সুপারিশ ...

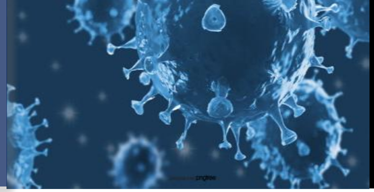

৮. সকল হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসার পাশাপাশি অন্যান্য রোগের জন্য নিয়মিত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। সংকটাপন্ন রোগীর চিকিৎসায় অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে

৯. ব্যবহৃত সুরক্ষা সামগ্রীসহ চিকিৎসা বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে

১০. অতি দরিদ্র এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, দিনমজুরদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে; চলতি কৃষি ঋণ মওকুফ করতে হবে

১১. ত্রাণ ও সামাজিক সুরক্ষার উপকারভোগীদের তালিকা হালনাগাদ করতে হবে; ত্রাণ বা নগদ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

১২. দেশজুড়ে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার জন্য সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে

১৩. স্বাস্থ্যবিধির সফল বাস্তবায়নে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে

১৪. তথ্য প্রকাশ এবং তথ্যে প্রবেশগম্যতার সুবিধার্থে ও ম্যানেজমেন্টের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের স্বার্থে গণমাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে

১৫. ত্রাণ বিষয়ক দুর্নীতির সাথে জড়িত জনপ্রতিনিধি যাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের আইনগতভাবে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে

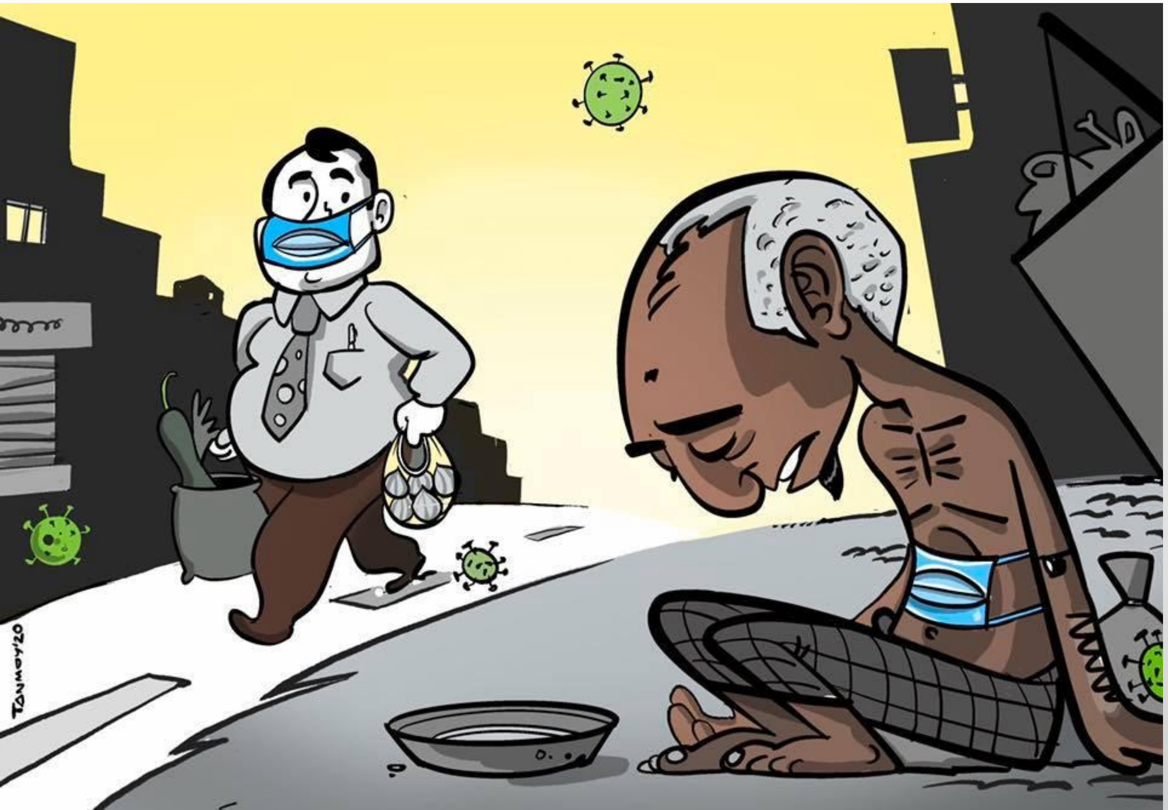

সবাইকে ধন্যবাদ